আলমডাঙ্গায় ডিএপি সার পাচারের সময় আটক, কৃষকদের ক্ষোভ

আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৩০ বস্তা ডিএপি সার পাচারের সময় স্থানীয় জনতা এক ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকসহ সারগুলো আটক করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার মহেশপুর মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের মিনারুল ইসলাম সরকারি বরাদ্দের ৩০ বস্তা ডিএপি সার অবৈধভাবে বিক্রি করেন গোপীবল্লভপুর বাজারের ব্যবসায়ী জিনারুল ইসলামের কাছে। পাচারের উদ্দেশ্যে সার বোঝাই ইজিবাইকটি মহেশপুর মোড়ে পৌঁছালে গাড়িটি বিকল হয়ে পড়ে। এ সময় স্থানীয় জনতা ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আবুল বাসারের সহযোগিতায় সারগুলো জব্দ করে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিসে জমা দেওয়া হয়।

এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় কৃষকেরা অভিযোগ করেন, সরকারি বরাদ্দের সার প্রকৃত কৃষকদের হাতে পৌঁছাচ্ছে না। প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ডিলারদের কাছ থেকে সার কিনে বেশি দামে বিক্রি করছেন। ফলে কৃষকেরা নিয়মিত সার সংকটে পড়ছেন।

ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের কৃষক কবির হোসেন বলেন, “ভুট্টা রোপণের মৌসুম চলছে। তিন দিন ধরে সার পাওয়ার জন্য ডিলার পয়েন্টে ঘুরছি, তবুও পাইনি। বলছে সার নাই।” অন্য এক কৃষক অভিযোগ করেন, “কৃষি অফিস বলে পর্যাপ্ত সার আছে, অথচ ডিলারের কাছে গেলে বলে শেষ। তাহলে আমরা সার পাব কবে?”

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম জানান, ডিলার পয়েন্টে সার শেষ হয়ে গেছে। উপজেলা কৃষি অফিসের সঙ্গে আলোচনা করে নতুন বরাদ্দের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। এদিকে স্থানীয় কৃষকেরা অভিযোগ তুলেছেন—যখন মাঠে চাষাবাদের মৌসুম, তখন এই ধরনের অবৈধ সার পাচারের ঘটনা প্রমাণ করে যে, তদারকিতে বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে। তাঁরা দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

৫০০ টাকার দুটি জাল নোট দিয়ে সিগারেট কেনার চেষ্টা করলে দোকানদারের সন্দেহ হয়। পরে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে রাব্বি পালিয়ে যায় এবং হৃদয়কে স্থানীয়রা আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।

এ বিষয়ে স্থানীয়দের অভিযোগ, সারা দেশজুড়ে যেমন জাল নোটের বিস্তার ঘটেছে, তেমনি আলমডাঙ্গা উপজেলা ও আশপাশের হাটবাজারেও জাল নোটের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গরুর হাট, মোটরসাইকেল হাট, বাজার ও গার্মেন্টস এলাকায় এসব জাল নোট কারবারিরা সুযোগ নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর উদ্যোগ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সুধীজনরা।

মেহেরপুরে পৃথক অভিযানে গাঁজা ও ইয়াবাসহ আটক ২

মেহেরপুরের গাংনীতে ৪ কেজি গাঁজাসহ ১ জন আটক হয়েছে। গতকাল রবিবার ভোরে উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে আসাদুজ্জামান বিজয় (২২) আটক হয়। আটককৃত বিজয় গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের জিয়ারত ইসলামের ছেলে।

তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ৩৬(১) সারণির ১৯(ক) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বানি ইসরাইল জানান, র্যাবের অভিযানে গাড়াবাড়ীয়া গ্রাম থেকে বিজয় নামের একজনকে আটক করে। পরে তাকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

পরে, মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের যুগিন্দা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো: লাল্টু (৪০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ৪৪ পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার করেছে র্যাব।

আটক মাদক ব্যবসায়ী লাল্টু যুগিন্দা গ্রামের আজিজুল ইসলামের ছেলে।

মেহেরপুরে মাদকসহ ৬ মাসে আটক ৩১ নারী

মেহেরপুর সীমান্ত পেরিয়ে আসা মাদকের বস্তা টানছেন নারীরা। কেউ খুচরা বিক্রি করছেন পাড়ায় পাড়ায়, কেউবা দেহে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন শহর বা অন্য জেলায়। গেল ছয় মাসে (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২৫) শুধু মেহেরপুর জেলাতেই ৩১ জন নারী মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক বহনের শ্রমিক হিসেবে আটক হয়েছেন। পুলিশ, র্যাব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ পৃথক ও সম্মিলিত অভিযানে তাদের আটক করে।

তাদের মধ্যে কেউ প্রথমবার নয়, দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারের মতো ধরা পড়েছেন। কারো বয়স ২২, কেউ ৪০ এর কোটায়। বেশির ভাগই স্থানীয়, দরিদ্র এবং স্বশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত। অধিকাংশ নারীই জড়িত মাদকের খুচরা বিক্রিতে বা মাদক বহনে শ্রমিক হিসেবে। হেরোইন, গাঁজা, বিদেশী মদ. ফেন্সিডিল পৌঁছে দেয়া ও খুচরা ব্যবসার সাথে জড়িত আটক নারীরা।

জেলার গাংনী উপজেলার কাজিপুর, তেকালা, বামুন্দি, মেহেরপুর সদরের শালিকা, বাজিতপুর ও মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর সীমান্ত এখন মাদক পাচারের নিরাপদ পথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ভারত থেকে নিয়মিতভাবে ফেনসিডিল, ইয়াবা, গাঁজা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য আসছে এই সীমান্ত দিয়ে। এসব মাদক সংগ্রহ করে স্থানীয় পর্যায়ে খুচরা বিক্রির নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে একটি চক্র। এই চক্রই বেশি আয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দরিদ্র নারীদের নিয়োগ করছে বাহক বা বিক্রেতা হিসেবে।

মেহেরপুর সদরের একটি গ্রামে বসবাসকারী এক নারী, যিনি বর্তমানে কারাগারে আছেন, দ্বিতীয়বারের মতো আটক হয়েছেন গত আগস্টে। পুলিশের ভাষ্য মতে, তিনি প্রতি সপ্তাহে দু’বার করে সীমান্ত থেকে মাদক সংগ্রহ করে শহরে পৌঁছে দিতেন। প্রতিবার কাজে তিনি পেতেন ১২শ

থেকে ১৫শ টাকা।

স্থানীয় প্রশাসন ও সমাজকর্মীদের ভাষ্য অনুযায়ী, মেহেরপুর অঞ্চলে নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ অপ্রতুল। দিনমজুর বা গৃহকর্মীর কাজের বাইরে বিকল্প নেই বললেই চলে। যদিও কাজ মেলে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের তুলনায় নারীরা পান কম মজুরি।

স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা এই চক্রের নিয়ন্ত্রকেরা বেশির ভাগ সময় রয়ে যান ধরাছোঁয়ার বাইরে। নারী বাহকদের ধরে হয়তো মামলা হয়, কিন্তু মূল নিয়ন্ত্রকদের খুঁজে বের করার উদ্যোগ যথাযথ নয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথের বয়ানে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পারিবারিক সহিংসতা ও সহজে অর্থ আয়ের আকাঙ্ক্ষা এই চারটি মূল কারণ নারীদের এই পথে ঠেলে দিচ্ছে। অধিকাংশ নারীই জানেন না, তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে খুচরা মাদক বিক্রেতাদের সকল নারীই অর্থের লোভে মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত। বেশ কয়েকজন স্বামী স্ত্রী মাদক বিক্রেতার সাথে জড়িত। এদেরমধ্যে জেলা শহরের পেয়াদা পাড়ার চায়না খাতুন ও তার স্বামী হাফিজুল ইসলামকে বেশ কয়েকবার মাদকসহ আটক করা হয়েছে।

মেহেরপুরের মানবাধিকার কর্মী দিলারা পারভিন বলেন, মাদক ব্যবসায় জড়িত নারীরা অপরাধী তো বটেই, কিন্তু এক অর্থে তারা ব্যবহৃতও। প্রশ্ন হলো, তাদের এই অবস্থান সৃষ্টি হওয়ার পেছনে দায়ী কারা? নারীদের বিকল্প জীবিকা গড়ে তোলা জরুরি। মাদক সংক্রান্ত মামলায় নারীদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র ও বিশেষায়িত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান বলেন, বংশ পরম্পরা মেহেরপুুরের সীমান্ত গ্রামগুলোর পরিবার দারিদ্রতার সাথে বসবাস করে। গত ছয়মাসে বিভিন্ন ধরণের মাদকদ্রব্যসহ ৩১ জন নারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি বড় ধরণের গাঁজার চালানও ধরা পড়েছে। মাদক চোরাচালানে অল্প সময়ে অনেক টাকা পাবার কারণে এমন বিপথে নামে নারীরা। মাদক চক্রের মূল হোতারা ধরা ছোার বাইরে থেকে যাচ্ছে। তাদের বিচারের আওতায় আনা না গেলে এই প্রবণতা সহজে বন্ধ হবে না।

দর্শনায় ৪৬ বোতল ফেনসিডিল ও ৬ বোতল মদসহ দুই সহোদর আটক

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪৬ বোতল ফেনসিডিল ও ৬ বোতল মদসহ আপন দুই সহোদরকে আটক করেছে।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে দর্শনা আইসিপি ক্যাম্পের হাবিলদার আনন্দ কুমার পণ্ডিতের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয় দর্শনা জয়নগর সীমান্তের চেকপোস্ট সংলগ্ন মসজিদের পাশের মেহগনি বাগানে। এ সময় বিজিবির টহল দল দুজনকে আটক করে।

তল্লাশির একপর্যায়ে তাদের কাছ থেকে ৪৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ও ৬ বোতল মদ উদ্ধার করা হয়। আটককৃতরা হলেন দর্শনা পৌরসভার জয়নগর গ্রামের কাশেম আলীর দুই পুত্র মনিরুল ইসলাম (৪০) ও সুমন ইসলাম (৩৫)।

বৃহস্পতিবার সকালে দর্শনা আইসিপি ক্যাম্পের হাবিলদার বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন। পরে থানা পুলিশ তাদের আদালতের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে প্রেরণ করে।

আলমডাঙ্গায় দেশীয় অস্ত্র, মাদক ও নগদ টাকা সহ আটক-১

আলমডাঙ্গায় যৌথবাহিনী অভিযান চালিয়ে দুটি দেশীয় অস্ত্র, ১৪ পিস টেপেন্ডাডল ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রির নগদ ৫৮ হাজার ৪০ টাকা-সহ শামীম রেজা সাগর (৩২)-কে আটক করেছে।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয় না। আটককৃত শামীম উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের ওবায়দুল হকের ছেলে।

যৌথ বাহিনীর সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ সোমবার ভোরে সেনাবাহিনী অস্থায়ী ক্যাম্প হারদী আলমডাঙ্গার অফিসার বি এ-১০৯৪৯ ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমেদ অয়ন এর নেতৃত্বে, এস আই আব্দুল মতিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের ওবায়দুর হকের বাড়িতে অভিযান চালায়। এসময় তার ছেলে শামীম রেজা সাগর কে আটক করা হয়। তাদের বাড়ি তল্লাশি করে দেশীয় অস্ত্র, মাদক, নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে তাকে আলমডাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা হয়েছে।

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে অস্ত্রসহ আটক ২

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি দল রবিবার (১২ অক্টোবর) রাত ২ টা থেকে ভোর সোয়া চারটা পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়ন এলাকায় এক যৌথ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে বিষয়খালী গ্রামের লতিফ মিয়ার ছেলে কালু (৪০) এবং সুলতান শেখের ছেলে বাদশা (৪৮) কে আটক করা হয়।

অভিযানের সময় ১টি ওয়ান শ্যুটার পিস্তল এবং ১টি শটগান উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদে কালু তার কাছে অতিরিক্ত বিস্ফোরক দ্রব্য থাকার কথা স্বীকার করে।

এ সময় আরও দুটি শটগান এমোনেশন, তিনটি ওয়ান স্যুটার এমোনেশন, তিনটি হাত বোমা ও ২ টি ককটেল উদ্ধার করা হয়। আটক কালু তার

সহযোগী বাদশা-র সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করে। পরবর্তীতে যৌথ বাহিনী বাদশার বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করে। বাদশা পালানোর চেষ্টা করলে তাকে ঘিরে ফেলা হয় এবং তাকেও আটক করা হয়। পরবর্তীতে আসামিদেরকে থানা পুলিশে হস্তান্তর করা হয় ।

ঝিনাইদহ সেনা ক্যাম্প কমান্ডার জানান বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বদা দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

তিনি জানান, জনগণের আস্থা ও সহযোগিতা নিয়েই সেনাবাহিনী সমাজ থেকে অবৈধ অস্ত্র, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি নির্মূলে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই ধরনের অভিযান এলাকার শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

চুয়াডাঙ্গায় বিজিবি’র অভিযানে মাদক ও চোরাচালান পণ্যসহ আটক ২

চুয়াডাঙ্গার ৬ বিজিবি বিভিন্ন সীমান্ত থেকে ৭৪ লক্ষ টাকার মাদক ও চোরাচালানপণ্যসহ দু’জনকে আটক করেছে।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ০৪ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত চলমান অভিযানে তারা সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য ও চোরাচালানপণ্য জব্দ করতে সক্ষম হয়েছে। এ অভিযানে মহিলাসহ দুজনকে আটক করেছে।

আটককৃতদের কাছ থেকে ৩টি স্বর্ণের বার (ওজন: ৩৫০.১২ গ্রাম), ভারতীয় মদ ১৮২ বোতল, হেরোইন (৩৯ গ্রাম), গাঁজা (১.০৪ কেজি), ২২৮ পিস টেপেনটাডল ট্যাবলেট, ২ বোতল বিয়ার, ১৩৫ বোতল ফেন্সিডিল, ২০০ পিস ইয়াবা, ২০৮ প্যাকেট পাতার বিড়ি, ১২ পিস ভারতীয় শাড়ি, ১৩৪১ পিস কসমেটিক্স, ১টি ভারতীয় মোবাইল ফোন, বিভিন্ন প্রকার ক্রীম ৩৪৬ পিস, পেঁয়াজের বীজ (১৪ কেজি), ভারতীয় পেঁয়াজ (৪৯৮ কেজি) উদ্ধার করে এবং দুজন চোরাচালানীকে দর্শনা ও

আলমডাঙ্গায় মাদকসহ দম্পতি আটক

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ এক দম্পতিকে আটক করেছে পুলিশ। গত শনিবার রাতে এ অভিযান পরিচালনা করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাত সাড়ে ৭টার দিকে আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়ার রেললাইনের উত্তর পাশে ভেটুলগাছতলা সংলগ্ন ইটের রাস্তা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এসময় সন্দেহভাজনভাবে চলাফেরা করা এক দম্পতিকে আটক করা হয়। পরে তাদের দেহ তল্লাশি করে ৬০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন স্টেশনপাড়া এলাকার মোছা. বৃষ্টি খাতুন (৩২) ও তার স্বামী মো. পিকু মন্ডল (৩৪)। তারা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক বিক্রির সঙ্গে জড়িত বলে পুলিশের ধারণা।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মাসুদুর রহমান পিপিএম বলেন, ‘নিয়মিত টহল ও মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে ওই এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দম্পতিকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে।’

আলমডাঙ্গা থানায় এ ঘটনায় মামলা (নং-০৬, তারিখ: ০৪/১০/২০২৫) রুজু হয়েছে। আটক দম্পতিকে গতকাল রোববার সকালে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওই এলাকায় সম্প্রতি মাদক কেনাবেচা বেড়ে গেছে। পুলিশের এ অভিযানকে তারা স্বাগত জানিয়েছেন।